প্রথম আলো

তারিখ ... 27 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 28 ... কলাম ... 2 ...

'শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস

'নাস্তিক' হিসেবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে : সেলিম ওসমান

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ●

নারায়ণগঞ্জ-৫ (শহর-বন্দর) আসনের জাতীয় পার্টির (এরশাদ) সাংসদ এ কে এম সেলিম ওসমান বলেছেন, পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে হিন্দু হিসেবে নয়, তাঁকে নাস্তিক হিসেবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ ক্লাব লিমিটেড কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সেলিম ওসমান এ কথা বলেন। তিনি কয়েকজন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতার সমালোচনা করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'আমি আপনার কাছে মাফ চাইতে পারি, তাঁর (শ্যামল কান্তি ভক্ত) কাছে নয়। নারায়ণগঞ্জে আমাদের বায়তুল আমানে আপনার দাওয়াত রইল। আসেন, প্রশ্ন করেন, আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেব। কিন্তু কারও কাছে ক্ষমা চাইতে যাইলেন না।'

ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে বন্দরের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস এবং লাঞ্ছিত করার ঘটনার সর্বশেষ প্রেক্ষাপট নিয়ে এ মতবিনিময় করেন সাংসদ সেলিম ওসমান। শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ওই ঘটনায় দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় ওঠে।

সেলিম ওসমান অভিযোগ করেন, 'এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি হয়েছে। আমাকে দোষী করা হয়েছে। কিন্তু তদন্ত কমিটির কেউ আমাকে প্রশ্ন করেনি। এমনকি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।' তিনি বলেন, ওই শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৩

'নাস্তিক' হিসেবে শাস্তি

শেষ পৃষ্ঠার পর

করালে অপরাধ হয়, রুল হয়। কিন্তু ক্লাসরুমের ভেতর শিক্ষক ছাত্রকে নির্যাতন করলে তার কোনো বিচার হয় না। তিনি রাজনীতির শিকার হয়েছেন। ঘটনার চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর তিনি ঘটনাস্থলে গেছেন। স্কুলের সামনে নারী-পুরুষ হাতে ধারালো দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অবস্থান করছিল। তারা ওই শিক্ষককে তাদের কাছে তুলে দিতে বলছিল। ওই পরিস্থিতিতে তাঁকে প্রাণে রক্ষা করার জন্য এটা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ওই শিক্ষক নিজে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। এ ঘটনার পর যদি কোথাও কোনো ঘটনা ঘটে, তাহলে আর কোনো জনপ্রতিনিধি সমস্যা সমাধানে যাবেন না।

সাংসদ সেলিম ওসমান বলেন, 'স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় তাহলে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রয়োজন কী? এই ঘটনার অপরাধে আমার যদি ফাঁসিও হয়, আমি প্রস্তুত আছি।'

সেলিম ওসমান বলেন, একজন মন্ত্রী ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় গিয়ে অটোরিকশার চালককে কান ধরে ওঠবস করান, কোনো প্রতিবাদ হয় না। সংবাদ সম্মেলন ডেকেও না করার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'আমার দলীয় চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নির্দেশে সংবাদ সম্মেলন স্থগিত করেছিলাম।' তিনি বলেন, তিনি অসুস্থ। ১২ মে দেশের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতির কারণে, যেতে পারেননি। তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি মরে গেলেও দেশত্যাগ করবেন না।

সেলিম ওসমান বলেন, 'আমি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে শিক্ষার প্রসারে সাতটি আধুনিক স্কুল নির্মাণে ২২ কোটি টাকা খরচ করেছি। আরও ৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। উন্নয়নে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আমার শরীরে শেষ রক্তবিন্দু থাকা অবস্থায় যে উন্নয়নকাজ শুরু হয়েছে, তা চলবে। কোনোভাবে তা বন্ধ করা যাবে না।'

মতবিনিময় সভার শেষ পর্যায়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলে সেলিম ওসমানের সমর্থকেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সেলিম ওসমান বলেন, এটা মতবিনিময় সভা, সংবাদ সম্মেলন নয়। খোঁচাখুঁচি না করাই ভালো।

মতবিনিময় সভায় নারায়ণগঞ্জের ওলামা পরিষদ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ; রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক সংগঠন এবং শিক্ষক সমিতি ও আইনজীবী সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সেলিম ওসমান বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেন।